



7863 - যার উপরে রমযানরে কাযা রোযা রয়েছে তার জন্যে কি শাওয়ালরে ছয় রোযা রাখা শরয়িতসম্মত হবে?

---

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি রমযান মাসরে পর শাওয়ালরে ছয় রোযা রেখেছে কিন্তু রমযানরে সবগুলো রোযা রাখেনি। শরয়িতস্বীকৃত ওজররে কারণে রমযানরে দশটি রোযা ভেঙেছে। সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির সম-পরমাণ সওয়াব পাবে যে ব্যক্তি গোটো রমযান মাস রোযা রেখেছে এবং শাওয়াল মাসেও ছয় রোযা রেখেছে। সে ব্যক্তি কি গোটো বছর রোযা রাখার সওয়াব পাবে? আশা করি, আমাদরেকে অবগতি করবনে। আল্লাহ্ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বান্দা যসেব আমল করে সেগুলোর সওয়াবরে পরমাণ নির্ধারণ করার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে। বান্দা যদি আল্লাহর কাছে প্রতদিন প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহর আনুগত্যরে পথে অক্লান্ত পরিশ্রম করে নশ্চয় আল্লাহ্ তার প্রতদিন নষ্ট করবনে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “নশ্চয় আল্লাহ্, ভাল কর্মশীলদরে প্রতদিন নষ্ট করনে না। যে ব্যক্তির দায়িত্বে রমযানরে রোযা অবশিষ্ট রয়েছে তার কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমে রমযানরে রোযা পালন করা; তারপর শাওয়ালরে ছয় রোযা রাখা। কেননা যে ব্যক্তি রমযানরে রোযা পূরণ করেনি তার ক্ষত্রে এ কথা বলা চলে না যে, সে রমযানরে রোযা রাখার পর শাওয়ালরে ছয় রোযা রেখেছে।”

আল্লাহ্ই উত্তম তাওফিকদাতা এবং আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।